**২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের পণ্য খাতের রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনাঃ**

**২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের রপ্তানি কার্যক্রমঃ**

বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আমাদের রপ্তানি আয় হয়েছিল ৪০,৫৩৫.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নির্ধারিত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ৪৫৫০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের পণ্য খাতের অর্জিত রপ্তানি আয় ১৫,৭৭৭.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের রপ্তানি আয় ১৭,০৭৩.৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৭.৫৯% কম এবং নির্ধারিত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ১৮,০৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৮৭.৪১% ।

**২।       পণ্যভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনাঃ**

প্রধান প্রধান পণ্যভিত্তিক রপ্তানি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে জুলাই-নভেম্বর সময়ের মোট ৮টি পণ্য খাতঃ ওভেন পোশাক (৬২), নীটওয়্যার (৬১), হোম টেক্সটাইল (৬৩), হিমায়িত খাদ্য (০১-০৩), কৃষিজাত পণ্য (০৪-২৪), পাট ও পাটজাত দ্রব্য( ৫৩, ৬৩০৫১০), চামড়া-চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা (৪১-৪৩, ৬৪০৩) এবং প্রকৌশল দ্রব্যাদি (৭১-৮৮) থেকে আয় হয়েছে ১৫,০০৭.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা মোট রপ্তানি আয়ের ৯৫.১২%।

২.১       চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের যে সকল প্রধান প্রধান পণ্য খাতে গত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে এ সকল খাত হলোঃ পাট ও পাটজাত পণ্য, নীট ফেব্রিকস, ফলমূল, বাই সাইকেল, ক্যামিক্যাল প্রডাক্টস, ঔষধ, কাঁচা পাট, শাকসব্জি, প্রকৌশলী যন্ত্রাংশ, কাগজ ও কাগজ পণ্য, প্লাষ্টিক দ্রব্যাদি, ক্যাপ, হ্যান্ডিক্রাফটস, অন্যান্য ম্যানুফ্যাকচারিং দ্রব্যাদি, গলফ সাফট, জুতা (চামড়া ব্যতীত), রাবার, জুট ইয়ার্ন এন্ড টোয়াইন, তামাক, জাহাজ, চা, কার্পেট

ইত্যাদি।

২.২       অপরদিকে চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের যে সকল প্রধান প্রধান পণ্য খাত সমূহ গত ২০১৮-২০১৯ বছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে এ সকল খাত হলোঃ নীট পোশাক, ওভেন পোশাক, চিংড়ি মাছ, গুড়া মশলা, কৃষি পণ্য, শুকনো খাবার, সিরামিক প্রডাক্টস, পেট্রোলিয়াম বাই প্রডাক্টস, চামড়া, ফার্ণিচার, চামড়ার জুতা, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, টেরি টাওয়েলস, হোম টেক্সটাইল, ইলেক্ট্রিক পণ্য, হিমায়িত ও জীবন্ত মাছ, স্পেশাল টেক্সটাইল, ক্র্যাবস, প্রকৌশল দ্রব্যাদি, কপার ওয়্যার

ইত্যাদি।

**৩।       প্রধান প্রধান পণ্যের রপ্তানি অবস্থাঃ**

**ক)        নীট পোষাক (৬১)ঃ**নীট পোষাক খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের রপ্তানি আয় হয়েছে ৬,৮০৯.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের একই সময়ের ৭,৩০৬.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের তুলনায় ৬.৭৯% কম। উক্ত সময়ে মোট রপ্তানিতে এ খাতের অবদান ৪৩.১৬%।

**(খ)      ওভেন পোষাক (৬২)ঃ**ওভেন পোষাক খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের রপ্তানি আয় হয়েছে ৬,২৭৯.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের একই সময়ের ৬,৮৮০.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় অপেক্ষা ৮.৭৪% কম। উক্ত সময়ে মোট রপ্তানিতে এ খাতের অবদান ৩৯.৮০%।

**(গ)       হোম টেক্সটাইল (৬৩ (৬৩০৫১০ ব্যতীত))** হোম টেক্সটাইল খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের রপ্তানি আয় হয়েছে ২৯৮.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের একই সময়ের ৩৪০.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১২.৩৪% কম। উক্ত সময়ে মোট রপ্তানিতে এ খাতের অবদান ১.৮৯%।

**(ঘ)       চামড়া-চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা (৪১-৪৩, ৬৪০৩)ঃ**চামড়া-চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের রপ্তানি আয় হয়েছে ৩৯১.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের একই সময়ের ৪৩৪.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের তুলনায় ১০.০৩% কম। উক্ত সময়ের মোট রপ্তানিতে এ খাতের অবদান ২.৪৮%।

**(ঙ)      হিমায়িত ও জীবন্ত মাছ (০১-০৩)ঃ**হিমায়িত ও জীবন্ত মাছ খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের রপ্তানি আয় হয়েছে ২৩৫.১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের একই সময়ের ২৫৪.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের তুলনায় ৭.৬২% কম, তন্মধ্যে ক্রাসটাসিনস্ খাতে বিগত অর্থ-বছরের রপ্তানি আয় ২১৪.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৯.৫৫% হ্রাস পেয়ে বিবেচ্য সময়ে এ পণ্যটির রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ১৯৩.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উক্ত সময়ের মোট রপ্তানিতে হিমায়িত ও জীবন্ত মাছ খাতের অবদান ১.৪৯%।

**(চ)       কৃষিজাত পণ্য (০৪-২৪)ঃ**কৃষিজাত পণ্য খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৪৬.৩২ মি: মা: ড: যা বিগত বছরের একই সময়ের ৪৫৮.৬৪ মি: মা: ড: আয়ের তুলনায় ২.৬৯% হ্রাস। উক্ত সময়ের মোট রপ্তানিতে এ খাতের আবদান ২.৮৩%।

**(ছ)       ফার্মাসিউটিক্যালস (৩০)ঃ**ফামাসিউটিক্যালস খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের রপ্তানি আয় হয়েছে ৫৯.৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের একই সময়ের ৫৭.৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের তুলনায় ২.৯৪% বেশী।

**(জ)      প্লাস্টিক-মেলামাইন দ্রব্যাদি (৩৯)ঃ**পস্নাস্টিক/মেলামাইন দ্রব্যাদি খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৮.৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের একই সময়ের ৪৮.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় অপেক্ষা ০.২৯% বেশী।

**(ঝ)      কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য (৫৩, ৬৩০৫১০)ঃ**কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের রপ্তানি আয় হয়েছে ৪০৪.৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের একই সময়ের ৩৫১.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় অপেক্ষা ১৫.১৬% বেশী। উক্ত সময়ের মোট রপ্তানিতে এ খাতের অবদান ২.৫৭%।

**(ঞ)      বাই-সাইকেল (৮৭১২)ঃ**বাই-সাইকেল খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের রপ্তানি আয় হয়েছে ৩৬.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের একই সময়ের ৩৩.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় অপেক্ষা ৯.৮১% বেশী।

**(ট)       প্রকৌশল দ্রব্যাদি (৭১-৮৮)ঃ**প্রকৌশল দ্রব্যাদি খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের রপ্তানি আয় হয়েছে ১৪২.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের একই সময়ের ১৪৪.৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় অপেক্ষা ১.৮০% কম।

**৪।        দেশ ভিত্তিক প্রধান প্রধান বাজার বিশে**স্ন**ষণঃ**

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের প্রধান প্রধান বাজার বিশেস্নষণে দেখা যায় যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের মাত্র চারটি বাজার যথাক্রমে ই,ইউ ৮,৭৯৪.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৫৫.৭৪%), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২,৬৯২.৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১৭.০৭%), কানাডা ৪৪৫.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (২.৮৩%) এবং জাপান ৫৪২.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৩.৪৪%) অর্থাৎ বর্ণিত বজারসমূহ থেকে সর্বমোট ১২,৪৭৫.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় হয়েছে যা উক্ত সময়ের মোট রপ্তানি আয়ের ৭৯.০৮%।

**(ক)      মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রঃ**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশী রপ্তানি পণ্যের বৃহত্তম বাজার। আমাদের রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বরাবরের মত আমাদের পণ্যের আমদানীকারক দেশ সমূহের তালিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষে অবস্থান করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ২,৬৯২.৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য যা উক্ত সময়ের মোট রপ্তানির ১৭.০৭%। বাংলাদেশ হতে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্য হলো ওভেন পোষাক (৬২) (১,৭৬১.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), নীটওয়্যার (৬১) (৬৪৭.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), হোম টেক্সটাইল (৬৩) (৪৪.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ক্যাপ (৬৫) (৬৬.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ও ক্রাসটাসিনস্ (০৩০৬) (৫.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। বিবেচ্য সময়ে আমাদের মোট রপ্তানিকৃত ওভেন পোষাকের (৬২) ২৮.০৬%, নীটওয়্যার (৬১) ৯.৫১% ও হোম টেক্সটাইল (৬৩) ১২.৭৮% যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত অর্থ-বছরের একই সময়ের রপ্তানি আয় ২,৮৩৪.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৪.৯৯% কম।

**(খ)       জার্মানীঃ**

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের জার্মানীতে মোট ২,৩৬৫.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা মোট রপ্তানি আয়ের ১৪.৯৯% এবং বর্তমানে দ্বিতীয় বৃহত্তম আমদানীকারক দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ হতে জার্মানীতে রপ্তানিকৃত প্রধান পণ্য হলো নীটওয়্যার (৬১) (১,৩২৮.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ওভেন পোষাক (৬২) (৮৯১.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), হোম টেক্সটাইল (৬৩) (৩৫.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ক্রাসটাসিনস্ (০৩০৬) (২৯.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ও বাই সাইকেল (৮৭১২) (১০.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। বিবেচ্য সময়ে মোট রপ্তানিকৃত নীটওয়্যার (৬১) এর ১৯.৫১% , ওভেন পোষাকের (৬২) ১৪.২০%, হোম টেক্সটাইলের (৬৩) ১০.২৭% এবং ক্রাসটাসিনস্ (০৩০৬) ১৫.৩১% জার্মানীতে রপ্তানি হয়েছে। উলেস্নখ্য বিগত বছরের একই সময়ের রপ্তানি আয় ২,৬৪৪.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলালের তুলনায় ১০.৫৬% কম।

**(গ)       যুক্তরাজ্যঃ**

যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত পণ্যের তৃতীয় আমদানীকারক দেশ। ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের যুক্তরাজ্যে ১,৬৮৮.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ১০.৭০%। বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত পণ্যাদির মধ্যে প্রধান প্রধান পণ্য হলো ওভেন (৬২) (৬৪৪.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), নীটওয়্যার (৬১) (৮৯৯.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), হোম টেক্সটাইল (৬৩) (৩২.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ক্রাসটাসিনস্ (০৩০৬)(২৮.৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ও বাই-সাইকেল (৮৭১২) (১৮.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

**(ঘ)       ফ্রান্সঃ**

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের মোট ৭৮৯.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা মোট রপ্তানি আয়ের ৫.০০%। ফ্রান্সে বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্য হলো নীটওয়্যার (৬১) (৪৬৩.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ওভেন পোষাক (৬২) (২৭০.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), হোম টেক্সটাইল (৬৩) (২৪.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ফুটওয়্যার (৬৪) (১১.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)  এবং ক্রাসটাসিনস্ (০৩০৬) (১০.৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

**(ঙ)      স্পেনঃ**

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের স্পেনে মোট রপ্তানি হয়েছে ১,০৭৭.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা আমাদের মোট রপ্তানি আয়ের ৬.৮৩%। বিবেচ্য সময়ে স্পেনে নীটওয়্যার (৬১) (৫৬৭.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ওভেন গার্মেন্টস (৬২) (৪২৪.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), হোম টেক্সটাইল (৬৩) (৮.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), চামড়া  চামড়াজাত পণ্য (৪১-৪৩, ৬৪০৩) (৬.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ও পাদুকা (৬৪) ৫৩.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) রপ্তানি হয়েছে।

**(চ)       ইতালীঃ**

ইতালী বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত পণ্যের অন্যতম প্রধান আমদানীকারক দেশ। ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের বাংলাদেশ হতে ইতালীতে ৫৮৫.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৩.৭১%। রপ্তানিকৃত পণ্যাদির মধ্যে প্রধান প্রধান পণ্য হলো নীটওয়্যার (৬১) (৩৬৯.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ওভেন পোষাক (৬২) (১৬৯.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), হোম টেক্সটাইল (৬৩) (৭.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), এবং চামড়া-চামড়াজাত পণ্য (৪১-৪৩, ৬৪০৩) (১৬.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং পাদুকা (৬৪) (১৪.৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

**(ছ)       কানাডাঃ**

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের বাংলাদেশ হতে কানাডাতে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য ৪৪৫.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা আমাদের মোট রপ্তানি আয়ের ২.৮৩%। কানাডাতে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্য হলো, নীটওয়্যার (৬১) ১৮৭.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ওভেন গার্মেন্টস (৬২) ২০৮.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং হোম টেক্সটাইল (৬৩) ১৮.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

**(জ)      বেলজিয়াম ঃ**

বেলজিয়াম বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত পণ্যের অন্যতম আমদানীকারক দেশ। ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের বাংলাদেশ হতে বেলজিয়ামে ৩৭০.২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা আমাদের মোট রপ্তানি আয়ের ২.৩৫%। বেলজিয়ামে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্য হলো নীটওয়্যার (৬১) (১৬১.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ওভেন পোষাক (৬২) (১৩৯.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), হোম টেক্সটাইল (৬৩) (৪.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ক্রাসটাসিনস্ (০৩০৬) (২৮.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং পাট ও পাটজাত পণ্য (৫৩, ৬৩০৫১০) (৪.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

**(ঝ)      নেদারল্যান্ডসঃ**

নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত পণ্যের অন্যতম আমদানীকারক দেশ। ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের বাংলাদেশ হতে নেদারল্যান্ডস এ রপ্তানি হয়েছে ৫০৯.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য যা আমাদের মোট রপ্তানি আয়ের ৩.২৩%। বিবেচ্য সময়ে বাংলাদেশ হতে নেদারল্যান্ডস এ রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্য হলো নীটওয়্যার (৬১) (২২৮.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ওভেন পোষাক (৬২) (১৬৭.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), হোম টেক্সটাইল (৬৩) (১৪.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ফুটওয়্যার (৬৪) (৩০.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং ক্রাসটাসিনস্ (০৩০৬) (৪৭.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) রপ্তানি হয়েছে।

**(ঞ)      জাপানঃ**

দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের উল্লেখযোগ্য গন্তব্যস্থল হলো জাপান। ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের জাপানে ৫৪২.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৩.৪৪%। জাপানে রপ্তানিকৃত প্রধান পণ্য হলো নীট ওয়্যার (৬১) ২২৮.০৬ মিঃ ডলার, ওভেন গার্মেন্টস (৬২) ২০৭.৩৯ মিঃ ডলার, হোম টেক্সটাইল (৬৩) (১৯.২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), চামড়া- চামড়াজাত পণ্য (৪১-৪৩, ৬৪০৩) ৪১.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পাদুকা (৬৪) ১৭.৬০ এবং ক্রাসটাসিনস্ (০৩০৬) ৫.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

**(ট)       চীন ঃ**

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের চীনে ৩০৪.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা বিবেচ্য সময়ের মোট রপ্তানির ১.৯৩%। প্রধান রপ্তানিকৃত পণ্য হলো ওভেন গার্মেন্টস্ (৬২) (১০২.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), নীট ওয়্যার (৬১) (৭১.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), হোম টেক্সটাইল (৬৩) (৩.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), চামড়া-চামড়াজাত পণ্য (৪১-৪৩, ৬৪০৩) (২৪.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), পাদুকা (৬৪) (৬.৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), পাট ও পাটজাতপণ্য (৫৩, ৬৩০৫১০) (৫১.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং প্লাস্টিক দ্রব্যাদি (৩৯) (৩.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ।

**ঠ)        তুরস্কঃ**

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের তুরস্কে ১৮৩.৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা বিবেচ্য সময়ের মোট রপ্তানির ১.১৬%। তুরস্কে রপ্তানিকৃত প্রধান  পণ্য হলো নীট ওয়্যার (৬১) (২০.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ওভেন গামেন্টস (৬২) (৩৯.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), পাট ও পাটজাতপণ্য (৫৩, ৬৩০৫১০) (১০৪.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

**(ড)      অষ্ট্রেলিয়াঃ**

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের অষ্ট্রেলিয়াতে ৩১৬.৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা বিবেচ্য সময়ের মোট রপ্তানি আয়ের ২.০১%। অষ্ট্রেলিয়াতে রপ্তানিকৃত প্রধান পণ্য হলো ওভেন গার্মেন্টস্ (৬২) (১৩৫.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), নীটওয়্যার (৬১) (১৪৫.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), হোম টেক্সটাইল (৬৩) (১৬.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

**(চ)       ভারতঃ**

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের ভারতে ৫৭২.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা বিবেচ্য সময়ের মোট রপ্তানি আয়ের ৩.৬৩%। ভারতে রপ্তানিকৃত প্রধান পণ্য হলো পাট ও পাটজাতপণ্য (৫৩, ৬৩০৫১০) (৮৮.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ওভেন গার্মেন্টস্ (৬২) (১৫১.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), নীটওয়্যার (৬১) (৯৩.০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), কটন ও কটন প্রোডাক্টস (৫২) (১৬.১৫ মি: মা: ড:), প্লাস্টিক দ্রব্যাদি (৩৯)  (৯.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য (৪১-৪৩, ৬৪০৩) (১৬.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

**(ণ)      রাশিয়াঃ**

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের রাশিয়াতে ১৮৮.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে যা বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ১.১৯%। বিবেচ্য সময়ে রাশিয়াতে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্য হলো নীটওয়্যার (৬১) (১০৫.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ওভেন গার্মেন্টস (৬২) (৫৯.৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং হোম টেক্সটাইল (৬৩) (৫.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ক্রাসটাসিনস্ (০৩০৬) (৩.৫৫  মিলিয়ন মার্কিন ডলার), পাট ও পাটজাত পণ্য (৫৩, ৬৩০৫১০) (৬.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

০৫।      ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ের উপরোলিস্নখিত দেশসহ ই, ইউ ভূক্ত অন্যান্য দেশ ছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়াতে ১৫৬.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার,  হংকং-এ ৭০.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ইউএই তে ১৪৩.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ব্রাজিল-এ ৫৫.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, সৌদি আরবে ১৫৪.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, মেক্সিকোতে ৯২.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, মালয়েশিয়ায় ১০৫.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, সিংগাপুরে ৪০.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ৪৪.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য সামগ্রী রপ্তানি হয়েছে।

এ ছাড়াও নরওয়ে, চিলি, সুইজারল্যান্ড, ইরান, পাকিস্তান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি দেশে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী রপ্তানি  হচ্ছে। এ সকল দেশে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্য সমূহ হলোঃ তৈরী পোশাক, হোম টেক্সটাইল, টেরিটাওয়েল, কটন ও কটন পণ্য, ম্যানমেড ফিলামেন্টস ও ষ্টেপল ফাইবার, চামড়া-চামড়াজাত পণ্য ও ফুটওয়্যার, কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য, কার্পেট, হিমায়িত মাছ, ক্রাসটাসিনস্, সাকসব্জি ও আলু, ফলমূল, শুকনা খাবার, গুড়া মশলা, রাবার, তামাক, পস্নাষ্টিক-মেলামাইন দ্রব্যাদি, হ্যান্ডিক্রাফট, সিরামিক টেবিলওয়্যার, ফার্মাসিউটিক্যালস, বাই-সাইকেল, জাহাজ, কপারওয়্যার, লোহার পাত, ফার্নিচার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ও গলফ শ্যাফট ।